



Green University of Bangladesh
Department of Computer Science and Engineering (CSE)
Faculty of Sciences and Engineering
Semester: (Spring, Year:2025), B.Sc. in CSE (Day)

Course Title: History of Emergence of Bangladesh
Course Code: GED 301 Section: 231_D2

Student Details

Name		ID
1.	Promod Chandra Das	231002005

Submission Date : 13.04.2025
Course Teacher's Name : Tabassum Akter

Lab Report Status

Marks:
Comments:.....

Signature:.....
Date:.....

ক্রাচের কর্নেল

১. ভূমিকা	3
২. কাহিনী ও প্রেক্ষাপট	4
৩. চরিত্র বিশ্লেষণ	5
৪. মূল ভাবনা ও বার্তা	6
৫. সাহিত্যরীতি ও ভাষার সৌন্দর্য	7
৬. উপসংহার	7

১. ভূমিকা

"ক্রাচের কর্নেল" কেবল একটি উপন্যাস নয়—এটি একটি সাহসী রাজনৈতিক ও মানবিক দলিল, যা এক বিপ্লবীর জীবন ও আদর্শের মধ্য দিয়ে একটি দেশের সংগ্রামী ইতিহাসকে তুলে ধরে। এই উপন্যাসে লেখক ইতিহাস, আদর্শ ও রাষ্ট্রনীতিকে একত্রে বুনে এমন একটি গল্প নির্মাণ করেছেন, যা পাঠককে কেবল ইতিহাস জানায় না, বরং অনুভব করায়। শাহাদুজ্জামান তাঁর লেখনীতে কর্নেল আবু তাহের নামের এক বিশ্বৃত, অথচ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ফিরিয়ে এনেছেন।

ভূমিকার এই অংশে আমরা প্রথমেই বুঝতে পারি, লেখকের অভিপ্রায় ছিল পাঠকের সামনে ইতিহাসের অন্য একটি পাঠ উপস্থাপন করা। রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান বা প্রচলিত ইতিহাস যাঁকে ভুলে যেতে চায়, সেই তাহেরকে আবার নতুন করে খুঁজে পাওয়া এই উপন্যাসের অন্যতম উদ্দেশ্য।

কর্নেল তাহের শুধুমাত্র একজন সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন আদর্শবাদী, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী বিপ্লবী। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় আমাদের সামনে প্রশ্ন তোলে—রাষ্ট্রের ভিত কিসে গড়া উচিত? ক্ষমতা, না আদর্শ? তাহেরের মৃত্যু রাষ্ট্রযন্ত্রের দিক থেকে হয়তো একটি রাজনৈতিক প্রয়োগ, কিন্তু সাহিত্যে ও ইতিহাসে তা এক স্থায়ী দাগ হয়ে রয়ে যায়।

এই ভূমিকা আমাদের প্রস্তুত করে একটি বড় গল্প শোনার জন্য—একটি গল্প যা কেবল একটি মানুষের নয়, বরং একটি জাতির আত্মসন্ধান, ন্যায়বিচার ও ইতিহাস পুনর্লিখনের আহ্বান। "ক্রাচের কর্নেল" এর শুরুতেই আমরা বুঝতে পারি, এটি হবে একটি আবেগঘন, বিশ্লেষণধর্মী এবং প্রতিবাদী সাহিত্যকর্ম, যা পাঠককে প্রশ্ন তুলতে শেখায় এবং ভাবতে বাধ্য করে।

২. কাহিনী ও প্রেক্ষাপট

উপন্যাসটির কেন্দ্রে রয়েছেন কর্নেল আবু তাহের—একজন সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী মুক্তিযোদ্ধা, যিনি যুদ্ধজয়ের পর আশায় বুক বেঁধেছিলেন একটি শোষণহীন, বৈষম্যমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের। তাঁর দৃষ্টিতে বাংলাদেশ কেবল একটি ভূখণ্ড নয়, এটি ছিল গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করা একটি সম্ভাবনার নাম। তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি স্বাধীন জাতি তখনই সত্যিকারের মুক্ত হতে পারে, যখন তার নাগরিকেরা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশ ক্রমেই তাঁর কল্পনার বিপরীত দিকে অগ্রসর হতে থাকে। রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি, বৈষম্য, সুবিধাবাদিতা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার দৃশ্যমান হতে থাকে। তরুণ মুক্তিযোদ্ধা, যারা স্বাধীনতার জন্য জীবন বাজি রেখেছিল, তারাও দেখতে থাকে একটি ভিন্ন রূপ—যেখানে গুটিকয়েক মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় রাষ্ট্রক্ষমতা। এই অবস্থাতেই কর্নেল তাহের একজন ব্যতিক্রমী কণ্ঠ হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি দেখেছিলেন সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরেও যে একটি বিপ্লবী চেতনা কাজ করছে, সেটিকে কাজে লাগিয়ে তিনি রাষ্ট্রের কাঠামো বদলে দিতে চেয়েছিলেন।

১৯৭৫ সালে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে ওঠে। একাধিক সামরিক অভ্যুত্থান, রাষ্ট্রপতি হত্যাকাণ্ড এবং ক্ষমতার রক্তক্ষয়ী পালাবদলের মধ্য দিয়ে একটি অনিশ্চিত ও শঙ্কাময় সময় শুরু হয়। ঠিক এই সময় কর্নেল তাহের নেতৃত্ব দেন "সিপাহী-জনতা" বিপ্লবে—একটি ব্যতিক্রমী আন্দোলন, যেখানে সেনাবাহিনীর নিম্নপদস্থ সদস্যদের সঙ্গে সাধারণ জনগণ মিলে রাষ্ট্রযন্ত্রের একচেটিয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

এই বিপ্লবের মাধ্যমেই কর্নেল তাহের মুক্ত করেন তৎকালীন বন্দি মেজর জিয়াউর রহমানকে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ সুগম হয়। কিন্তু কর্নেল তাহের তাঁর আদর্শিক অবস্থান থেকে পিছু হটেননি। তিনি চেয়েছিলেন ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দিতে। এটাই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পথ প্রশস্ত করে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কর্নেল তাহের রাষ্ট্রযন্ত্রের চক্রে বন্দি হয়ে পড়েন। তাঁকে গোপনে সামরিক আদালতে বিচারের নামে প্রহসন চালিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

এই ঘটনাগুলোর প্রেক্ষাপট শুধু কর্নেল তাহেরের নয়, বরং একটি রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। লেখক উপন্যাসের এই অংশে ইতিহাসকে এমনভাবে পুনর্গঠন করেছেন, যেখানে পাঠক বুঝতে পারে যে, একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনে নয়, বরং আদর্শিক সত্য ও নৈতিকতার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের প্রেক্ষিতে কর্নেল তাহের নেতৃত্ব দেন "সিপাহী-জনতা" বিপ্লবে। এই বিপ্লব ছিল সেনাবাহিনীর নিম্নপদস্থ সৈনিক ও সাধারণ মানুষের মিলিত প্রতিরোধ। তাহেরের নির্দেশে মুক্ত হন মেজর জিয়াউর রহমান, যিনি পরে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসেন। কিন্তু শিগগিরই কর্নেল তাহের হয়ে পড়েন একটি ষড়যন্ত্রের শিকার। তাঁকে গ্রেফতার করে গোপনে সামরিক আদালতে বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, যা ছিল রাজনৈতিক প্রতিশোধের নগ্ন দৃষ্টান্ত।

৩. চরিত্র বিশ্লেষণ

উপন্যাস "ত্রাচের কর্নেল"-এ প্রতিটি চরিত্রকে বাস্তবতা, আদর্শ ও মানবিক দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এদের মধ্যে কেন্দ্রীয় চরিত্র কর্নেল আবু তাহের, যিনি কেবল উপন্যাসের নয়, ইতিহাসেরও অন্যতম প্রভাবশালী চরিত্র। তাঁর চারপাশে ঘূর্ণায়মান অন্যান্য চরিত্রসমূহের মাধ্যমে লেখক আমাদের দেখিয়েছেন ক্ষমতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও আদর্শের সংঘাত।

কর্নেল আবু তাহের: তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা, বিপ্লবী এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ধারক। তিনি নিজ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মানুষের মুক্তি ও সমতার কথা ভেবেছেন। যুদ্ধজয়ের পরেও তিনি দেখেছেন দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার অভ্যুদয় এবং তাই তিনি চেয়েছেন একটি প্রকৃত ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন করতে। তাঁর আত্মত্যাগ রাষ্ট্রের নির্মম বাস্তবতা এবং আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা—এই দুই বিপরীত মেরুর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে এক জাগ্রত বিবেকের প্রতিনিধিত্ব করে।

জিয়াউর রহমান: এই চরিত্রটি রাজনৈতিক কৌশল ও সুবিধাবাদিতার প্রতীক। যিনি প্রথমে কর্নেল তাহেরের সহায়তায় মুক্তি ও ক্ষমতা লাভ করলেও, পরে নিজেই তাহেরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। তাঁর আচরণ রাষ্ট্রক্ষমতার স্বার্থে আদর্শ বিসর্জনের দৃষ্টান্তস্বরূপ।

বর্ণনাকারী: লেখকের কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করা এই অনুসন্ধিৎসু চরিত্রটি কর্নেল তাহেরের জীবন ও মৃত্যুর প্রতিটি পরতে আলোকপাত করে। সে একাধারে ইতিহাসের সাক্ষী, বিচারক এবং পাঠকের চোখ। তাঁর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও প্রশ্নবোধ পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে।

সাধারণ সৈনিক ও জনগণ: এই চরিত্ররা ইতিহাসে হয়তো প্রান্তিক, কিন্তু তাহেরের বিপ্লবের প্রেরণাদাতা ও বাস্তব কর্মীবাহিনী। তাঁরা শুধু অনুসারী নয়, বরং ইতিহাস নির্মাণের অংশীদার।

৪. মূল ভাবনা ও বার্তা

এই উপন্যাসে বহুস্তরীয় বার্তা ও দর্শন নিহিত। কর্নেল তাহেরের জীবনের মধ্য দিয়ে লেখক যে প্রশ্নগুলো তুলেছেন, তা কেবল অতীত নয়—বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক।

আদর্শ বনাম বাস্তবতা: কর্নেল তাহেরের সমাজতান্ত্রিক স্বপ্ন বনাম রাষ্ট্রের ক্ষমতার বাস্তবতা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব। আদর্শবাদীদের ঠাঁই কোথায়, যখন রাষ্ট্র নিজেই আদর্শের প্রতিকূল? তাহেরের মৃত্যু সেই প্রশ্নের জবাবে এক নির্মম সত্য।

রাষ্ট্র ও প্রতারণা: রাষ্ট্র কিভাবে নিজেরই সন্তানদের প্রতারণা করে, তার এক হৃদয়বিদারক প্রতিচ্ছবি এই উপন্যাস। তাহের, যিনি রাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, তাকেই রাষ্ট্র মিথ্যা অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেয়।

ইতিহাস ও স্মৃতির দ্বন্দ্ব: ইতিহাস কে লিখে? যারা জেতে, না যারা সত্যের পক্ষে দাঁড়ায়? লেখক এই প্রশ্ন তুলেছেন কর্নেল তাহেরের ইতিহাস থেকে তাঁকে মুছে ফেলার চেষ্টা নিয়ে।

আত্মত্যাগ ও মানবতা: কর্নেল তাহেরের আত্মত্যাগ কেবল একজন নেতার নয়, বরং একটি মানবিক চেতনার রূপ। তাঁর জীবন মানুষ, ন্যায় ও সমতার পক্ষে এক দীপ্ত প্রতিজ্ঞা।

৫. সাহিত্যরীতি ও ভাষার সৌন্দর্য

"ক্রাচের কর্নেল" একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক উপন্যাস হলেও এর ভাষা কঠিন তথ্যভাষা নয়, বরং কাব্যিক ও সংবেদনশীল। লেখক ইতিহাসের কঠোরতা ও মানবিক আবেগকে একসাথে বুনেছেন। উপন্যাসটি একটি কথনরীতিতে সাজানো, যেখানে চরিত্র, দর্শন এবং ঘটনার মধ্য দিয়ে বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটেছে।

শাহাদুজ্জামানের ভাষা কখনো প্রাঞ্জল, কখনো চিন্তাশীল, আবার কখনো প্রশ্নবোধক। প্রতিটি অধ্যায় যেন একেকটি অন্তর্জাগতিক যাত্রা, যেখানে পাঠক নিজের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিকেও প্রশ্ন করতে শুরু করে। উপন্যাসের শৈলী এবং গঠন কেবল আকর্ষণীয়ই নয়, বরং বিশ্লেষণযোগ্য।

৬. উপসংহার

"ক্রাচের কর্নেল" কেবল একটি উপন্যাস নয়—এটি একটি রাষ্ট্রের অস্বস্তিকর আত্মকথন। কর্নেল আবু তাহেরের জীবন, সংগ্রাম এবং মৃত্যু আমাদের সামনে এনে দেয় সেই কঠিন সত্য যে, আদর্শবান মানুষরা প্রায়শই রাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত হন। উপন্যাসটি পাঠকের হৃদয় ও বুদ্ধিকে নাড়া দেয়—আমরা কীভাবে ইতিহাস ভুলে যাই, আদর্শকে বিস্মৃত হই, এবং কেবল ক্ষমতাকে গুরুত্ব দিই।

এই গ্রন্থ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সাহস, আদর্শ ও মানবতা কখনো হারিয়ে যায় না। কর্নেল তাহের হয়তো মৃত্যুবরণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর চেতনা ও সংগ্রাম আজও আমাদের বিবেককে আলোড়িত করে। শাহাদুজ্জামান এই উপন্যাসে যে সাহসী ও সত্যনিষ্ঠ কণ্ঠ তুলে ধরেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে এক স্থায়ী মর্যাদার দাবিদার।